মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার তিন জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গ্রামের মৃতু আবুল হোসেনের ছেলে ইলিয়াস হোসেন (৬০), শোলমারী গ্রামের মৃতু সাদ আলীর ছেলে শাজাহান ওরফে রুহুল (৫২) ও গাংনী উপজেলার নীলকুঠি ভাটপাড়া গ্রামের সরোয়ার হোসেনের ছেলে আব্দুল মাবুদ (৩৫)।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে এসব আসামীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ইলিয়াস হোসেন চুরির মামলায় শাজাহান জুয়া আইনের মামলায় এবং গাংনীর ভাটপাড়ার আব্দুল মাবুদ পুলিশের উপর হামলা মামলার আসামী।

মেহেরপুর সদর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) ফেরদৌসি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সদর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান জানান, গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

চুয়াডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল সাড়ে সোমবার ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইণোভেশন ইউনিটের সার্বিক সহযোগিতায় ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমান এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে দেশ আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এই সকল উদ্যোগ গুলো দেশের অগ্রযাত্রা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গুলো বাস্তবায়নে সকলে এক সাথে কাজ করতে হবে। এ সময় তিনি আরও বলেন, এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ গুলো ইতিমধ্যে অনেক গুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ গুলো একটি সাথে অন্যটির মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে যা দেশের সকল অর্থসামাজিক উন্নয়ন কাজ করবে। এরপর তিনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ও স্লাইড শো করেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ সময় তিনি বলেন, জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় পিতার কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই অগ্রগতি আরও উন্নতি করার জন্য এই সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হবেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরিন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজ্জাৎ হোসেন,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া,চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আগত প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গুলো (১) সবাই জন্য বিদুৎ (২) বিনিয়োগ বিকাশ (৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
(৪) পরিবেশ সুরক্ষা (৫) কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ (৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ(৭)আমার বাড়ি আমার খামার (৮) শিক্ষা সহায়তা (৯)

আশ্রয়ন (১০) নারীর ক্ষমতায়ন

নির্বাহী প্রকৌশলীর যোগসাজসে ঠিকাদার জহিরুল ৭০ শতাংশ বিল উত্তোলন করেছেন কাজ না করেই

কাজ শুরু না করেই ৫ কোটি টাকা প্রকল্পের কাজের ৩কোটি ৩৭ লাখ টাকা বিল তুলে নিয়েছেন ঠিকাদার জহিরুল ইসলাম। আর একাজে সহযোগীতা করেছেন এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান। তবে তিনি বলছেন, নিয়ম মেনে বিল দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদার জহিুরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিল্প বিষয়ক সম্পাদক।

সূত্র মতে জানা গেছে, বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে মেহেরপুর সদর এলজিইডির তত্ত্বাবধানে উপজেলার বারাদি থেকে পিরোজপুরের যাদুখালি স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ৫কোটি টাকা। মেহেরপুরের মেসার্স জহিরুল লিমিটেড এর মালিক জহিরুল ইসলাম রাস্তাটি ঠিকাদার হিসেবে দায়িত্ব পায়।

জানা গেছে, ২০২১ সালের ১৮ মে কাজ শুরু হয়ে শেষ হওয়ার কথা চলতি বছরে ডিসেম্বরে। দেড় বছরের কাজের মাত্র এক মাস যেতে না যেতেই এমনকি কোন কাজ না করেই ২০২১ সালের ১৪ জুন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ৩ কেটি ৩৭ লাখ ৯ হাজার ৭৯০ টাকা বিল পরিশোধ করেছেন নির্বাহী প্রকৌশলী।

কাজ না করেও যে যে খাত উল্লেখ করে বিল প্রদান করা হয় সেগুলো হলো: পিআইইই (৭৫ এমএম) ৬৮৪১৮.৯৪ টাকা, ইই (১২৫এমএম) ১৫৯৭১২৬.৩৫ টাকা, বিএন্ডএসবিসি ৬৮৬৮৪.১৪ টাকা, বিসিএন্ড এসজিসি (৪৫০এমএম) ৬৯৩৭২৪.৪৮ টাকা, ডিআইএস (এসবি/বিসি) ৬৮৭৬.৯১ টাকা, এসএন্ডসি (এসবি) ১২৫৫৯.৩৮ টাকা, এসএএন্ডডি (এমএফ০.৫০) ১২৩৬৩১৭.৪৭ টাকা, এসবিবিসি (এফএম-০.৫) ৪০২২৯৬২.১৭ টাকা, এইচবিপিএমএম ৪২৪১৬১.৮১ টাকা, এসবি ৭৯৪৯১.৬০ টাকা, এসএন্ড এসবিসি ১০৯৩৪৭৫৯.৯৫ টাকা, সি

ডাবলিউ বিএম (আইএসএসএম) ৭৮২১০১.৪৮ টাকা, পিসিএমডি ১.২: ১৪৫১৭৫৫.৮০ টাকা, ডিসিপিএম ১২৩৩০৮৫৭.৪৬ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, নির্ধারিত তারিখে কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রাস্তাটি খুড়াখুড়ি করে ফেলে রাখেন দির্ঘদিন। এসময় এলাকার মানুষের ভোগান্তি ছিল নিত্যদিনের। চলতি মাসের ১৪/১৫ তারিখে সেই রাস্তাটিতে বালি ও খোয়া ফেলে প্রথম কাজ শুরু হয়। তারা বলেছেন, মানহীন ইটের খোয়া ও মাটি মিশ্রিত বালি দিয়েই ডাবলিউবিএম করা হয়েছে। এছাড়া উপরে ভাল করে রুলার করা হয়নি। তড়িঘড়ি করে তারা এই কাজ সম্পন্ন করছেন। এতে রাস্তার মানও খারাপ হবে বলে জানান এলাকাবাসি।

গহরপুর গ্রামের চা দোকানী জহিরুল ইসলাম ও কৃষক কামরুল ইসলাম জানান, রাস্তাটি নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ঝামেলাতে ছিলাম। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রাস্তা খুড়ে ফেলে রেখেছিলেন। ৭/৮ দিন আগে খোয়া ফেলেছেন। ঠিকাদার নিম্নমানের ইট, খোয়া ও মাটি মিশ্রিত বালি ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ করেন তারা।

পিরোজপুর গ্রামের কৃষক মতিয়ার রহমান, টুঙ্গিগোপালপুর গ্রামের শাহাবুল ইসলাম, বিল্লাল হোসেন ও ঝুমুর হোসেন জানান, কলাইডাঙ্গা ও গহরপুর গ্রাম এলাকায় রাস্তাটির কাজ ৪/৫ দিন আগে শুরু হয়েছে। তবে, ১০/১৫ দিন আগে পিরোজপুর অংশে কাজ শুরু হয়েছে।

সরজমিনে দেখা গেছে, রাস্তায় ডাবলিউবিএমে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নমানের খোয়া ও বালি। রাস্তার পাশের এজিং করার কাজেও ব্যবহার হয়েছে নিম্নমানের ইট। রুলার দিয়ে কমপেকশনের কাজটিও ঠিকমত হচ্ছেনা। অনেকটা তড়িঘড়ি করেই কাজটি শেষ করার চেষ্টা করছে। এত বড় কাজের সাইটে শফিকুল ইসলাম নামের একজন মাত্র ওয়ার্ক এ্যাসিটেন্ট কাজটি দেখভাল করছেন। সেখানে কোনো প্রকৌশলীর দেখা মেলেনি। রাস্তার দুপাশে নির্মাণ করা হয়নি কোনো সোল্ডার। এরই মধ্যে পিচের কাজ শুরু করেছেন ঠিকাদার।

মেহেরপুরের প্রথম শ্রেনীর ঠিকাদার জাকির হোসেন খান বলেন, রাস্তা টেকসই হওয়ার জন্য ডাবলিউবিএমের ডাবল লেয়ার কমপেকশন করা দরকার। একই সাথে ডাবলিউবিএম করার পর অন্ততপক্ষে দেড় থেকে দুই মাস ফেলে রাখা উচিৎ।
অথচ, ঠিকাদার রাস্তাটি নির্মাণ করছেন তড়িঘড়ি করে। দেখভালের দায়ীত্বেও চরম অবহেলা করছেন এলজিইডির কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর এলজিইডির ল্যাব ইনচার্জ উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুর রহমান জানান, ওই রাস্তার কাজে যে ইট বা খোয়া ব্যবহার করা হচ্ছে সে ইট বা খোয়া টেষ্ট করা হয়নি। কাজের শুরুতে বর্ধিত অংশের খোয়া পরীক্ষা করা হয়েছিল।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মেহেরপুর সদর উপজেলার উপ-সহকারী প্রকৌশলী নাজমুল হক জানান, আমাকে দিয়ে কাজ না হতে এই বিলটি করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আমার বদলি হওয়ার সময় হওয়ায় এই অবৈধ বিলটি করতে অপারগতা প্রকাশ করি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান জানান, উর্দ্ধতন বসের নির্দেশে আমি বিলটি তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলাম। নিয়ম মাফিক হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সেটা বস ভাল বলতে পারবে। আমি ছোট কর্মচারী। বসের নির্দেশ পালন করেছি মাত্র।

সদর উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল হামিদ জানান, আমার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী। তিনি যেভাবে বলেছেন, সেটাই করেছি। এখানে বড় বড় মাথাদের বিষয়।

এব্যাপারে জহুরুল লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী জহিরুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে, তিনি কোনো কথা বলতে চাননি, বিষয়টি অফিসের উপর ছেড়ে দেন।

মেহেরপুর এলজিইডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামানের কাছে কাজের আগে বিল উত্তোলন করার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি নিয়ম মেনেই তাকে বিল প্রদান করেছি। ওই রাস্তার নির্মাণ কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করার পরই তাকে বিল দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০/১৫ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ কাজটি হয়ে যাবে বলেও জানান তিনি। কাজের নির্মাণ সামগ্রী নিম্নমানের হচ্ছে এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে

নবীণ বরণ ও অবঃ শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠান

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজে নবীন বরণ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় নবীণ বরণ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিদায় অনুষ্টান ও অত্র প্রতিষ্ঠানের কৃতি শিক্ষার্থী লেঃ কর্নেল অবঃ ডাঃ মোঃ আব্দুল ওহাব এর পক্ষ থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ও প্রধান অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে পতাকা উত্তলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্টানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুতুব পুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি, ১ নং কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সবেক ত্রাণ ও সমাজ কল্যান সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান রানা।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭৪ মেহেরপুর-২ সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হাবিবুল বাশার, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, গাংনী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি লায়লা আঞ্জুমান আরা বানু। সঞ্চালনায় ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক ও কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান।

সম্মানিত অতিথি বৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস। মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ। কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের অবিভাবক সদস্য ও কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ইউ পি সদস্য আবু হানিফ। সাবেক জেলাপরিষদ সদস্য অতুল ও মিরন এবং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্য, স্থানীয় গুনিজন ও সকল কিক্ষক ও শিক্ষার্থী বৃন্দ।

এ সময় অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতিস্ঠান ভবন নির্মান কাজের উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের উন্নত ও মানসম্মত শিকা প্রদানের জন্য ল্যাব ও নানা রকম চাওয়া পাওয়া কে সম্মতি জানিয়ে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, এলাকার ঐতিবাহী প্রতিস্ঠান

ও আমার শৈশব কৈশর ভালোলাগা ভালোবসার ইউনিয়ন এই কাথুলী ইউনিয়ন এবং এটি আমার ইউনিয়ন। আপনারা অবগত আছেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই আমাদের মানবতার মা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মান উন্নয়নে আইসিটি ভবন নির্মান কাজ চলমান রয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় আমি আগামি তে এই প্রতিষ্ঠানকে একটি কম্পিউটার ল্যাব ও আইসিটি ভবন নির্মান করবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে সভাপতি বক্তব্য শেষে প্রথম অদিবেশন শেষ করেন এবং দ্বিতীয় অধিবেশন সাংস্কুতিক অনুস্ঠানের পর্ব শুরু হয়।

মিরপুরে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব ১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার বিকেলে এর উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

তিনি বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের আগামী দিনের জাতীয় মানের খেলোয়াড় তৈরি হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ, নিষ্ঠা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর চেতনায় মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়বার শপথে এবং একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার গভীর অভিপ্রায়ে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ হিসেবে তরুণ সমাজকে প্রস্তুত করতে এই ধরনের উদ্যোগে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদের, মিরপুর পৌরসভার মেয়র হাজী এনামুল হক মালিথা,

মিরপুুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়াদ্দারসহ মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

খেলায় ৩-০গোলে ছাতিয়ান ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ ধুবাইল ইউনিয়ন ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে।

কুষ্টিয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যুবক গ্রেফতার

কুষ্টিয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মোঃ ওমর ফারুক (৩১) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গতকাল রবিবার র্যাবের প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রেফতারকৃত মোঃ ওমর ফারুক ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়িয়া এলাকার আজমল হোসেনের ছেলে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কুষ্টিয়ায় র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান এর নেতৃত্বে একটি চৌকষ আভিযানিক দল রবিবার বিকাল সাড়ে ৬টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ার এর সামনে একটি অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মোঃ ওমর ফারুককে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ধৃত আসামীকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তার চেক পেলেন ১৪৮ সাংবাদিক

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অনুদান ও করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করা হয়েছে। রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ারের কনফারেন্স রুমে এসব চেক বিতরণ করা হয়।

সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার আয়োজনে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের মাঝে চেক প্রদান করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন।

বাংলাদেশ কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ্র বাদলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএফইউজে- সভাপতি ওমর ফারুক, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন খান,বিএফইউজে সহ-সভাপতি আফরোজা আক্তার ডিউ, কোষাধক্ষ্য খায়রুজ্জামান কামাল প্রমুখ।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি’র সহ-সভাপতি মীর আল আরেফিন বাবু, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানাসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত কুষ্টিয়ার কর্মরত ১৩৭ জনকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ৩ জনকে ১ লাখ টাকা ও ৮ জনকে ৫০ হাজার করে সর্বমোট ২০ লাখ ৭০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় বেড়েই চলেছে চালের দাম

কুষ্টিয়ায় বেড়েই চলেছে চালের দাম। বোরো ধানের ভরা মৌসুমেও চালভেদে দাম বেড়েছে তিন থেকে চার টাকা। এ নিয়ে একমাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে ছয় দফায় কুষ্টিয়ায় চালের দাম কেজিপ্রতি ৮ থেকে ১০ টাকা বেড়েছে।

দফায় দফায় চালের দাম বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠেছে ক্রেতাদের। সবার এখন একটায় প্রশ্ন—চালের দাম শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে সব ধরনের চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব জায়গায় এর প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

সরেজমিন কুষ্টিয়া শহরের পৌর বাজার ও বড় বাজার ঘুরে চাল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঈদের এক-দুদিন আগে থেকেই কুষ্টিয়ায় চালের দাম বৃদ্ধি শুরু হয়। ঈদের পর থেকে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে চালের দাম। সর্বশেষ গত শনিবার থেকে কুষ্টিয়ায় চালের দাম এক লাফে কেজিতে চার টাকা বেড়েছে।

গত শনিবার থেকে কুষ্টিয়ার চালের বাজারে অটো রাইচ মিলে ভাঙানো মিনিকেট চাল ৬৬-৬৭ টাকা কেজি ২৩ মে ছিল ৬৪ টাকা, সাধারণ মিনিকেট ৬৪ টাকা, অটো রাইচ মিলে ভাঙানো কাজললতা ৫৭ টাকা, কাজললতা সাধারণ ৫২ টাকা, অটো রাইচ মিলে ভাঙানো বাসমতি ৭৬ টাকা থেকে কেজিতে ৪ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ টাকায়, সাধারণ বাসমতি ৭৬ টাকা, অটো রাইচ মিলে ভাঙানো কাটারীভোগ ৭২ টাকা, নাজিরশাইল ৭৮ টাকা ও অটো রাইচ মিলে ভাঙানো পাইজাম ৪৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

কুষ্টিয়া পৌর বাজারের চাল ব্যবসায়ী আনিস জানান, দুদিন আগে মিল গেটে যে দামে তারা চাল কিনছেন, পরের দিন সে দামে আর চাল কিনতে পারছেন না। বেশি দামে চাল কিনে আনতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘মিল গেটে চালের দাম বেশি থাকলে আমরা কম দামে কীভাবে বিক্রি করবো?’ মে মাসজুড়ে বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড় আশানির প্রভাবে ধানের বাজার চড়া বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগর মিল গেটে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মিল গেটেও চালের দাম দফায় দফায় বেড়ে

যাচ্ছে। খাজানগরের গোল্ডেন অটো রাইচ মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিহাদুজ্জামান জিকু জানান, বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এ জেলার কৃষকদের প্রায় ৩০ ভাগ ধান মাঠেই নষ্ট হয়ে গেছে। যে কারণে বর্তমানে ধানের বাজার চড়া। প্রতিনিয়ত ধানের দাম বাড়ছে। ফলে বাধ্য হয়েই তাদেরকেও চালের দাম বাড়াতে হচ্ছে।

তিনি জানান, মে মাসের শুরুতে মিনিকেট (সরু) ধানের বাজার ছিল ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা মণ। এখন সেই ধান বাজারে ১৫০০ টাকা মণ কিনতে হচ্ছে। একইভাবে কাজললতা ১৩০০, আঠাশ ১৩০০ থেকে সাড়ে ১৪০০ এবং বাসমতি ১৫৫০ থেকে ১৬০০ টাকা মণ কিনতে হচ্ছে।

বর্তমানে খাজানগর মিল গেটে এক বস্তা (৫০ কেজি) মিনিকেট প্রকারভেদে ৩১০০ থেকে ৩২৫০ টাকা, কাজললতা ২৭০০ থেকে ২৮০০ টাকা এবং ২৫ কেজির বস্তা বাসমতি চাল ১৮০০ থেকে ১৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে চালের দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসেবে খাজানগরের এক শ্রেণির মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী এবং সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন সাধারণ ক্রেতারা।

চাল কিনতে আসা রিকশাচালক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, চালের দাম বেড়েই চলেছে। আমরা চাল কিনতে গিয়ে হাপিয়ে উঠছি। মানুষজনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

বাংলাদেশ অটো মেজর হাসকিং রাইচ মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশী বলেন. বর্তমান সময়ে সিন্ডিকেট করে চালের দাম বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, বৃষ্টির কারণে মাঠের অনেক ধান নষ্ট হয়ে গেছে। যে কারণে ধানের বাজার চড়া থাকছে। বেশি দামে ধান কেনার কারণে চালের দামও বেড়ে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ধানের উচ্চফলন হয়েছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, জেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ৩৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সেখানে আবাদ হয়েছে ৩৫ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭৮ মেট্রিক টন। এ বছর ফলন বেশ ভালো হওয়ার আশা করছে কৃষি বিভাগ।

মেহেরপুরে মিথ্যা মামলা করতে এসে জেলে গেলেন বাদী

মামলা দায়ের করতে গিয়ে আসামি হয়ে জেলে গেলেন স্বয়ং বাদী।

আজ রবিবার (২৯ মে) মেহেরপুর আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ মিথ্যা মামলা দায়ের করায় বাদীর বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেন এবং তাকে জেলহাজতে প্রেরনের নির্দেশ প্রদান করেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, মো: মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তি ৬ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি বলেন, আসামিরা ৬ জন মিলে ধারালো রাম দা, হাসুয়া, বটি এবং রড দিয়ে বাদীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথা, গলা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। রাম দা ও হাসুয়ার কোপে তার মাথায় রক্তাক্ত হাড় ভাঙ্গা জখম হয়। এছাড়া গলা এবং হাতে মারাত্মক আঘাত লাগে। ভিকটিম মো: মিজানুর রহমান নিজে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করতে আসেন।

আদালতে হলফ করে সে ঘটনার এমন বর্ণনা প্রদান করেন। তার মাথা, গলা এবং হতে রক্তমাখা ব্যান্ডেজ দেখা যায়। কিন্তু, আঘাতের বর্ণনা এবং হামলার ধরন শুনে আদালতের সন্দেহ হয়। জবানবন্দি রেকর্ড করার পর আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ তার আঘাত দেখতে চান। আদালতে তার মাথা, গলা এবং হাতের ব্যান্ডেজ খোলা হয়। এবার দেখা যায় তার শরীরে এমন কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, সামান্য আঁচড়ের মত চিহ্ন আছে। এছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র দেখেও বাদীর বর্ণনা মিথ্যা মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিধায় আদালত মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৩ ধারায় খারিজ করে দেন। একই সাথে মিথ্যা মামলা এবং হলফ করে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে বাদীকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর শহরে সাংবাদিকের বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাঙচুর

পূর্ব শত্রতার জের ধরে বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভাঙচুর ও বাড়ির মালিককে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারা ও হুমকী দিয়েছে প্রতিপক্ষরা।
আজ রবিবার (২৯ মে) মেহেরপুর শহরের কাঁশারীপাড়া এলাকায় দৈনিক পক্ষকালের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের বাড়িতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারী একই পাড়ার গোলাম রহমানের ছেলে আব্দুল করিম, মো: বিল্টু ও মন্টু ।

এঘটনায় সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল জানান, পূর্ব শত্রতার জের ধরে প্রতিপক্ষরা দীর্ঘদিন যাবৎ আমার বাড়িতে অত্যাচার করে আসছে। ২৭ তারিখ দিবাগত রাত আনুমানিক তিনটার দিকে তারা তিনজন আমার বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভাঙচুর শুরু করে। আমি তাদের নিষেধ করলে আমাকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে। এছাড়া নানাভাবে হুমকী ধামকী দেই। আমার সীমানা প্রাচীর ভাঙাতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আমি মেহেরপুর সদর থানায় বাদী হয়ে তিনজনকে আসামী করে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।